"মিষ্টি বাচ্চারা - মানুষের শরীরের উন্নতি কিভাবে হবে, আত্মার উন্নতি বা উত্তরণের সাধন বাবা-ই বলে দেন - এটা হলো বাবারই রেস্পন্সিবিলিটি"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের সর্বদা উন্নতি হবে, এর জন্য বাবা কোন্ শ্রীমৎ দেন ?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, নিজের উন্নতির জন্য ১. সদা স্মরণের যাত্রা করো। স্মরণের দ্বারা-ই আত্মার মরচে দূর হবে। ২. কখনও অতীতকে স্মরণ করবে না এবং ভবিষ্যতের জন্য কোনো আশা রাখবে না। ৩. জীবনধারণের জন্য কাজকর্ম করো কিন্তু যদি সময় পাও তবে সময় নষ্ট না করে বাবার স্মরণে সময় সফল করো। ৪. কমপক্ষে ৮ ঘন্টা ঈশ্বরীয় সেবা করো তাহলে তোমাদের উন্নতি হতে থাকবে ।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাবা বসে আত্মিক বাচ্চাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন, মানুষ বলে যে আত্মার রেস্পন্সিবিলিটি হলো পরমাত্মার উপরে। তিনি-ই সকল আত্মাদের উন্নতি এবং মনের শান্তির পথ বলে দিতে পারেন। আত্মা দুই ভ্রুকুটির মধ্যে অবস্থান করে এবং সবকিছুর থেকে পৃথক হয়ে থাকে। প্রায়শঃই রোগ হয় শরীরে। এখানে ভ্রুকুটিতে নয়। যদি মাথায় যন্ত্রণাও হয় কিন্তু যেখানে আত্মার আসন আছে সেখানে কোনো কষ্ট হবে না, কারণ সেই আসনে আত্মা বিরাজিত থাকে। এবারে আত্মার উন্নতি অথবা শান্তি প্রদান করেন যে সার্জেন তিনি হলেন একমাত্র পরমাত্মা। যখন আত্মার উন্নতি হয় তখনই আত্মা হেল্থ ওয়েল্থ প্রাপ্ত করে। শরীরের জন্য যতই করো কোনো উন্নতি হবে না। শরীরে কিছু না কিছু সমস্যা তো থাকবেই। আত্মার উন্নতি তো বাবা ব্যতীত কেউ করতে পারেনা। অন্য সবাই দুনিয়ায় শরীরের উন্নতির ব্যবস্থা করে, তাতে আত্মার উত্তরণ কলা বা উন্নতি হয়না। সেটা তো বাবা-ই শেখান। সবকিছুই আত্মার উপরে নির্ভর করছে। আত্মা-ই ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয় তারপরে আত্মা একেবারে কলা বিহীন হয়ে যায়। ১৬ কলা হয় আবার কলা বা গুণ কম কিভাবে হয়, সে কথাও বাবা বোঝান। বাবা বলেন সত্যযুগে তোমরা অনেক সুখী ছিলে। আত্মা উত্তরণ কলায় ছিল, অন্য সৎসঙ্গে আত্মার উন্নতি কিভাবে হবে - সেই কথা বোঝানো হয় না। তারা দেহের নেশায় থাকে। তাদের মধ্যে দেহ-অভিমান থাকে, বাবা তোমাদেরকে দেহী-অভিমানী বানাচ্ছেন। আত্মা যে তমোপ্রধান হয়েছে তাকে সতোপ্রধান করতে হবে। এখানে সবই হল আত্মিক কথা। সেখানে হল দৈহিক কথা। সার্জেন একটি হার্ট বের করে অন্যটি লাগিয়ে দেয়। তাদের, আত্মার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। আত্মা তো ভ্রুকুটিতে অবস্থান করে, তার অপারেশন ইত্যাদি হয় না।

আচ্ছা বাবা বোঝান যে আত্মার উন্নতি তো একবারই হয়। আত্মা যখন তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন আত্মার উন্নতি করতে বাবা আসেন। বাবা ব্যতীত কোনো আত্মার উত্তরণ কলা হতে পারেনা। বাবা বলেন এই ছিঃ ছিঃ তমোপ্রধান আত্মারা আমার কাছে আসতে পারে না। তোমাদের কাছে যখন কেউ এসে বলে শান্তি কিভাবে পাওয়া যাবে অথবা উন্নতি কিভাবে হবে? কিন্তু সে কথা কেউ জানে না যে উন্নতির পরে আমরা কোথায় যাব, কি হবে? আহ্বান করে বলে - পতিত থেকে পবিত্র করো। জীবনমুক্তি ধামে নিয়ে চলো। অর্থাৎ আত্মাদেরই নিয়ে যাবেন তাইনা। শরীর তো এখানেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এই কথা কারো বুদ্ধিতে নেই। এটাই হল ঈশ্বরীয় মত। বাদবাকি সবই হল মনুষ্য মত। ঈশ্বরীয় মতের আধারে একদম আকাশে উঠে যাও - শান্তিধাম, সুখধামে। তারপরে ড্রামা অনুযায়ী নীচে নামতেও হবে। আত্মার উন্নতির জন্য বাবা ব্যতীত অন্য কোনও সার্জেন নেই। সার্জেন আবার তোমাদেরকে নিজ সমান তৈরি করেন। কেউ অন্যদের খুব ভালো উন্নতি করে, কেউ মিডিয়াম, কেউ আবার থার্ড ক্লাস উন্নতি করে। আত্মাদের উন্নতির দায়িত্ব একমাত্র বাবার। দুনিয়ায় এই কথা কারো জানা নেই। বাবা বলেন এই সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদিদের উদ্ধার করতে আমিই আসি। প্রথমে আত্মা যখন আসে তখন পবিত্র-ই আসে। এখন বাবা এসেছেন সবার উন্নতি করতে। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে তোমাদের দেখো কত উন্নতি হয়ে যায়। সেখানে তোমরা ফার্স্ট ক্লাস শরীরও প্রাপ্ত কর। বাবা হলেন অবিনাশী সার্জেন। তিনি এসে তোমাদের উন্নতি করেন। ফলে তোমরা উঁচুর থেকে উঁচু নিজের সুইট হোমে ফিরে যাবে। তারা চাঁদে যায়। অবিনাশী সার্জেন তোমাদের উন্নতির জন্যে বলেন মামেকম্ স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা বিশ্বের বাচ্চাদের লিবারেট করেন অর্থাৎ উদ্ধার করেন। যখন তোমরা স্বর্গে যাবে তখন সবাই শান্তিধামে থাকবে। বাবা কত ওয়ান্ডারফুল কাজ করেন। বাবার তুলনা নেই ! তবেই বলা হয় তোমার গতি তুমিই জানো। আত্মাতে মত আছে, আত্মা পৃথক হলে মত প্রাপ্ত হতে পারে না। ঈশ্বরীয় মত দ্বারা উত্তরণ কলা, মনুষ্য মত দ্বারা অবনমন কলা - এও ড্রামায় ফিক্স আছে। তারা

ভাবে এখন স্বর্গের নির্মাণ হচ্ছে। ভবিষ্যতে জানতে পারবে যে এইটি নরক না স্বর্গ। ভাষা নিয়ে কত হাঙ্গামা করে। দুঃখে আছে যে। স্বর্গে তো দুঃখ হয়না। ভূমিকম্পও হবে না। এখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে তারপরে স্বর্গে পরিণত হবে। তারপরে অর্ধকল্প পরে সেইটিও প্রায়ঃলুপ্ত হয়। বলা হয় দ্বারকা সাগরের নীচে চলে গেছে। সোনার জিনিস নীচে চাপা পড়ে গেছে। তাহলে অবশ্যই ভূমিকম্পের দ্বারা নীচে যাবে। সমুদ্রের নীচে থেকে নিশ্চয়ই খুঁড়ে বের করা হবেনা। ভূমি খনন করা হয়, সেখান থেকে জিনিস বের হয়।

বাবা বলেন আমি সকলের উপকার করি। সবাই আমার অপকার করে, অপশব্দ বলে। আমি তো অপকারীরও উপকার করি, তাই আমার অবশ্যই মহিমা হওয়া উচিত। ভক্তি মার্গে দেখো কত মান। তোমরা বাচ্চারাও বাবার কত মহিমা করো। চিত্রে ৩২ টি গুণ দেখানো হয়েছে। এখন তোমরাও বাবার মতন গুণবান হচ্ছো তাহলে কত পুরুষার্থ করা উচিত। সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সর্বোচ্চ পিতা পড়াচ্ছেন তাই রোজ অবশ্যই পড়া উচিত। ইনি হলেন অবিনাশী পিতা, টিচার, যারা পরে আসছে তারা পুরানোদের থেকেও তীক্ষ্ণ যেতে পারে। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়ার উন্নতি হচ্ছে - বাবার সাহায্যে। শ্রীকৃষ্ণ কেও গুণবান করেন বাবা, সবাইকে দান করেন। বাকিরা সবাই প্রাপ্ত করে। এই বংশের বিস্তার হচ্ছে - নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। অসীম জগতের বাবা দেখো কত মিষ্টি এবং কত প্রিয়। উঁচুর থেকে উঁচু বাবার দ্বারা সবার উন্নতি হচ্ছে। বাকি তো সবাইকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হবে। বাবা হলেন অতুলনীয়। খাও দাও সবকিছু কর শুধুমাত্র বাবার গুণ গাও। এমন নয় বাবার স্মরণে থাকলে খাওয়া হবেনা। রাত্রে অনেক সময় থাকে। ৮ ঘন্টা তো সময় থাকে। বাবা বলেন কমপক্ষে ৮ ঘন্টা এই গভর্নমেন্টের সার্ভিস করো। যে আসবে তাকে আত্মার উন্নতির পথ বলো। জীবনমুক্তি অর্থাৎ বিশ্বের মালিক ও মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। এই কথা বোঝানো তো সহজ তাইনা। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে কি আর করবে।

বাবা বোঝান বাবার স্মরণ ব্যতীত আত্মার মরচে মিটবে না। যদিও সারা দিন জ্ঞান শোনাও কিন্তু আত্মার উন্নতির উপায় স্মরণ ছাড়া সম্ভব নয়। বাবা বাচ্চাদের ভালোবেসে প্রতিদিন বোঝান কিন্তু নিজের উন্নতি করবে বা করবেনা, সে তো প্রত্যেকে নিজেরা বুঝতে পারবে। এই কথা শুধু তোমরাই শুনছো না, সব সেন্টারের বাচ্চারাও শোনে। এই টেপ রাখা আছে। এইটিও নিজের ভিতরে রেকর্ড করে যায় । এটি অনেক সার্ভিস করে। বাচ্চারা বোঝে আমরা শিববাবার মুরলী শুনছি। তোমাদের মুখে শুনলে ইনডাইরেক্ট (অপ্রত্যক্ষ) হয়ে যায় তখন এখানে আসে ডাইরেক্ট শুনবার জন্য। তখন শিববাবা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা শোনান বা মুখ দ্বারা জ্ঞান অমৃত প্রদান করেন। এই সময় দুনিয়া তমোপ্রধান হয়েছে তাই জ্ঞান বর্ষার প্রয়োজন আছে। জল বিন্দুর বৃষ্টি তো অনেক হয়। জল দিয়ে কেউ পবিত্র হতে পারেনা। এই হলো সম্পূর্ণ জ্ঞানের কথা।

বাবা বলেন এখন জাগো, আমি তোমাদের শান্তিধামে নিয়ে যাই। আত্মার উন্নতিও এতেই হয়, বাকি সবই হলো দৈহিক কথা। আত্মিক কথা শুধুমাত্র তোমরাই শোনো। পদমপতি, ভাগ্যশালী শুধুমাত্র তোমরাই হও। বাবা হলেন দীননাথ। গরীবরা শোনে, তবেই তো বাবা বলেন অহল্যা, গণিকাদেরও বোঝাও। সত্যযুগে এমন কথা থাকবে না। সেটি হল অসীম জগতের শিবালয়। এখন হল অসীম জগতের বেশ্যালয়, একেবারেই তমোপ্রধান। এতে বিশেষ মার্জিন নেই। এখন এই পতিত দুনিয়াকে চেঞ্জ হতেই হবে। ভারতে রাম রাজ্য ও রাবণ রাজ্য তো হয়। যখন অনেক ধর্ম হয় তখন অশান্তি হয়। যুদ্ধ তো লেগেই থাকে। এবার তো খুব জোরে যুদ্ধ লাগবে। কঠিন যুদ্ধ লেগে বন্ধ হয়ে যাবে কারণ রাজত্ব স্থাপন হয়ে, কর্মাতীত অবস্থা হবে। এখন তো কেউ বলতে পারেনা। সেই অবস্থা হলে পড়াশোনা পূর্ণ হবে। তখন ট্রান্সফার হয়ে যাবে - নিজের পুরুষার্থ অনুসারে। এই পুরানো দুনিয়ায় তো আগুন লাগবে। অতি শীঘ্রই বিনাশ হবে। তাকে রক্তের খেলা বলা হয়। সবার মৃত্যু হবে। রক্তের নদী বইবে। তারপরে ঘি দুধের নদী বইবে। হাহাকার থেকে জয়জয়কার হবে। বাকিরা সবাই অজ্ঞান নিদ্রায় ঘুমিয়ে থেকেই শেষ হয়ে যাবে। খুব যুক্তি সহকারে স্থাপনা হয়। বিঘ্ন আসবে, অত্যাচারও হবে। এখন মাতাদের দ্বারা স্বর্গের দ্বার খুলবে। যদিও পুরুষও অনেক আছে কিন্তু মাতা হল জন্মদাত্রী তাই পুরুষদের থেকে বেশি গুরুত্ব প্রাপ্ত করে। স্বর্গে তো নম্বর অনুসারে সবাই যাবে কেউ দুই জন্ম পুরুষের ধারণ করে, হিসাব নিকাশ যা কিছু ড্রামা ফিক্স রয়েছে তাই হয়। আত্মার উন্নতি হলে কত তফাৎ হয়ে যায়। কেউ তো একদম হাইয়েস্ট হয় কেউ একেবারে লোয়েস্ট। কোথায় রাজা তো কোথায় প্রজা।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা বোঝান এখন পুরুষার্থ করো। যোগের দ্বারা পবিত্র হও তবে ধারণা হবে। লক্ষ্য অনেক উঁচুতে । নিজেকে আত্মা ভেবে ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। পরমাত্মার সাথে আত্মার ভালোবাসা আছে তাইনা। এ হলো আত্মিক (রুহানী) ভালোবাসা, যার দ্বারা আত্মার উন্নতি হয়। দৈহিক ভালোবাসার দ্বারা পতন হয়। ভাগ্যে না থাকলে

ভাগন্তী হয়ে যায় (পালিয়ে যায়) । যজ্ঞের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে খুব সাবধানতা চাই। মাতাদের পাই পয়সা দিয়ে যজ্ঞের সার্ভিস করা হচ্ছে। এখানে গরীব-ই ধনী হয়। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে পড়াশোনার উপরে। তোমরা এখন সদা সৌভাগ্যবতী হও - সবার এই রকম অনুভূতি হয়। মালার দানা যারা হয় তাদের খুব ভালো অনুভূতি হওয়া চাই। শিববাবার স্মরণে থেকে সার্ভিস করতে থাকো তাহলে অনেক উন্নতি হতে থাকবে। শিববাবার সার্ভিসে শরীরও সমর্পণ করা উচিত। সারাদিন যেন নেশা থাকে - এটা মাসির বাড়ি নয় (সহজ নয়) । দেখতে হবে আমরা নিজের কতখানি উন্নতি করছি। বাবা বলেন - অতীতকে স্মরণ করবে না। ভবিষ্যতের জন্য কোনো আশা রাখবে না। জীবন নির্বাহের উদ্দেশ্যে কর্ম তো করতে হবে। যখন সময় পাবে তখন বাবাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে। যারা বন্ধনে রয়েছে (বাঁধেলিদের), বাবা তাদের উদ্দেশ্যে বোঝান যে তোমরা নিজেদের যুগলকে খুব নম্র হয়ে ভালোবেসে বোঝাও, মারধর করলে তাদের উপরে ফুলের বর্ষণ করো। নিজেদের রক্ষা করার অনেক যুক্তি চাই। শীতল চোখ হওয়া উচিত। কখনো যেন নড়চড় না হয়। এই বিষয়ে অঙ্গদের দৃষ্টান্ত রয়েছে, একদম অটল ছিল। তোমরা সবাই হলে মহাবীর, যা কিছু পাস্ট হয়েছে সেসব স্মরণ করবে না। সর্বদা খুশীতে থাকতে হবে। ড্রামায় অটল থাকতে হবে। বাবা নিজেই বলেন আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। বাকি আর কোনো কথা নেই। কৃষ্ণের বিষয়ে লেখা হয়েছে স্বদর্শন চক্র দিয়ে মেরেছিল। এইসবই হলো কাহিনী। বাবা হিংসা তো করতে পারেন না। এই বাবা তো হলেন টিচার, মারের কথা নেই। এইসব কথা হলো এখনকার। একদিকে অনেক মানুষ আছে অন্য দিকে আছো তোমরা, যাদের আসার হবে তারা আসবে। কল্প পূর্বের মতো পদের অধিকারী হবে। এতে কোনো চমৎকার ইত্যাদির ব্যাপার নেই। বাবা হলেন দয়ালু , দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা, তাহলে দুঃখ দেবেন কিভাবে! আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কমপক্ষে ৮ ঘন্টা ঈশ্বরীয় গভর্নমেন্টের সার্ভিস করে নিজের সময় সফল করতে হবে। বাবার মতো গুণবান হতে হবে।

২) যা অতীতে ঘটে গেছে সেসব স্মরণ করবে না। অতীতকে বিন্দু লাগিয়ে সর্বদা খুশীতে থাকতে হবে। ড্রামার নলেজে অচল থাকতে হবে।

বরদানঃ- সংকল্প, বাণী আর কর্মের ব্যর্থকে সমর্থে পরিবর্তনকারী হোলিহংস ভব

হোলিহংসের অর্থ হলো - সংকল্প, বাণী আর কর্মের ব্যর্থকে সমর্থে পরিবর্তনকারী। কেননা ব্যর্থ হলো পাথরের মতো, পাথরের কোনও ভ্যালু নেই, রত্নের ভ্যালু আছে। হোলিহংস শীঘ্রই পরখ করতে পারে যে এটা কাজের জিনিস নয় বা এটা কাজের জিনিস। কর্ম করার সময় কেবল এই স্মৃতি যেন ইমার্জ থাকে যে আমরা রাজযোগী নলেজফুল আত্মারা হলাম রুলিং আর কন্ট্রোলিং পাওয়ার যুক্ত, তাহলে ব্যর্থ আসতে পারবে না। এই স্মৃতিই হোলিহংস বানিয়ে দেবে।

স্লোগানঃ- যে নিজেকে এই দেহরূপী গৃহে অতিথি মনে করে, সে-ই নির্মোহী থাকতে পারে।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

যেরকম, এমন কোনও দিন থাকে যেদিন চলতে থাকা ট্রাফিককেও দাঁড় করিয়ে তিন মিনিট সাইলেন্সের প্র্যাক্টিস করায়। চলতে থাকা সকল কাজ স্টপ করে দেয়। সেইরকম তোমরাও কোনও কাজ করছো বা কথা বলছো তো মাঝেমধ্যে এই সংকল্পের ট্রাফিককে স্টপ করার অভ্যাস করো। এক মিনিটের জন্যও মনের সংকল্পকে, এমনকি শরীরের দ্বারা চলতে থাকা কর্মকেও মাঝে মাঝে স্টপ করে নিজের ফরিস্তা স্বরূপে স্থিত হয়ে যাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;